FOR HONOURS STUDENT 4TH SEM ONLY

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 06

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE HONOURS

CLASS - B.A HONOURS 4TH SEMESTER

NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – Legislative Committees

PAPER – SEC-2. : Legislative Practices and Procedures

SEC2T. : Legislative Practices and Procedures

UNIT : III. Supporting the Legislative Committees

• Types of committees, role of committees in reviewing government finances, policy, programmes, and legislation.

Source

ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিচয় -অধ্যাপক বন্দোপাধ্যায়।

Legislative Committees

সংসদীয় কমিটি বলতে কী বোঝ? ভারতের সংসদে কমিটিগুলির প্রকারগুলি কী কী?

What do you mean by the Parliamentary Committee?

আইন প্রণয়ন নিয়ে কাজ করা রাষ্ট্রের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে সংসদের সাথে, তোমারা সবাই পরিচিত। প্রতিটি সরকারকেই সংসদে জবাবদিহি করেন। আমরা সংসদীয় কমিটিগুলি স্পর্শ না করলে সংসদে আমাদের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকবে।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

উত্তর। ভারতীয় পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থা (Committee system of Indian Parliament) ঃ

● **কমিটির প্রয়োজনীয়তা ঃ** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থেকে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সহায়তা করে। পার্লামেন্টের প্রধান কাজ হল দেশ শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু বর্তমানকালে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। কমিটি ব্যবস্থা পার্লামেন্টের এই অসুবিধা দূর করে এবং এই কারণেই কমিটির প্রয়োজনীয়তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অস্বীকার করা যায় না। অল্পসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটিগুলি প্রত্যেক বিলের সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম হয় এবং তাদের বিবরণ অনুযায়ী পার্লামেন্টের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টের কমিটিগুলিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্স অপেক্ষা ব্রিটেনের সঙ্গে অধিক তুলনা করা যায়।

● **স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটি ঃ** পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিভিন্ন ধরনের কমিটি রয়েছে। কমিটিগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—স্থায়ী কমিটি ও অস্থায়ী কমিটি। আইন প্রণয়নের সময় অনেক বিল সিলেক্ট কমিটির নিকট পাঠানো হয়। এটি অস্থায়ী কমিটি। এই কমিটি অনেক সময় এ্যাড্ হক (ad-hoc) কমিটি নামে পরিচিত; কারণ বিশেষ কাজের জন্য গঠিত এই কমিটির আয়ু কার্যশেষে শেষ হয়। স্থায়ী কমিটিগুলি (Standing Committees) উদ্দেশ্য অনুযায়ী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

● **লোকসভায় গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি ঃ**

(২) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimate Committee) ঃ

● **সংগঠন ও কার্যাবলী ঃ** লোকসভার সদস্যগণের মধ্য থেকে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রতি বছর ৩০ জন সদস্য এই কমিটিতে নির্বাচিত হন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন দল শক্তি অনুযায়ী দলীয় সদস্য প্রেরণ করতে পারে। কমিটির সদস্যগণের মধ্যে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির মুখ্য কাজ হল সরকারী ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা। ব্যয়-সংকোচনের সম্ভাবনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি, শাসন পরিচালনা ও ব্যয়-সংকোচের ক্ষেত্রে বিকল্প নীতির সূত্র-উদ্ভাবন, সরকারের প্রস্তাবিত ব্যয়ের হিসাব নীতির সীমা মেনে চলছে কিনা এবং কিভাবে ব্যয়ের হিসাব পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা যায়, এই সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করে কমিটি সুপারিশ করে থাকে। কমিটি সরকারের মূলনীতির কোন পরিবর্তন করতে না পারলেও বিবরণীর মাধ্যমে পরামর্শ দান ও সুপারিশ করতে পারে। কমিটির সদস্যগণ সারা বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির বিবরণীর ওপর লোকসভায় কোন বিতর্ক বা আলোচনা হয় না; কিন্তু সরকারী ব্যয় সম্পর্কে কমিটির বক্তব্য লোকসভায় সদস্যগণের সম্মুখে উপস্থিত করবার ফলে সরকার অমিতব্যয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে কাজ করে। আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির কাজের পরিধির যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এই সমালোচনা সত্ত্বেও বলা হয়, কমিটি ভারতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে। প্রথমত, কমিটিকে লোকসভার সদস্যগণের একটি মূল্যবান শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে অভিহিত করা যায়। এতে আলোচনার মান উন্নত হয় এবং অভিজ্ঞ সদস্যগণকে কমিটিতে নিয়োগের সুযোগ ঘটে। দ্বিতীয়ত, লোকসভার মধ্যে ও বাইরে কমিটির বিবরণীর বিশেষ শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে। সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে সুনিশ্চিত জনমত গঠনে কমিটি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে।

(২) সরকারী গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee) ঃ

● **সংগঠন ও কার্যাবলী ঃ** সরকারী গণিতক কমিটির গুরুত্ব অনুসারে একে ব্যয়-হিসাব কমিটির যমজ ভ্রাতা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ব্যয়-হিসাব কমিটি ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব পরীক্ষা করে এবং সরকারী গণিতক কমিটি কিভাবে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে তা আলোচনা করে। কমিটি ২২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এটি মুখ্যতঃ লোকসভার (১৫ জন) কমিটি হলেও গুরুত্ব আরোপ করবার জন্য রাজ্যসভা থেকে ৭ জন সদস্য কমিটির অর্ন্তভুক্ত হন। কমিটি এক বছরের জন্য গঠিত হয় এবং কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য থাকতে পারেন না। কমিটির সদস্যগণের মধ্য থেকে স্পীকার একজন সদস্যকে কমিটির সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করেন।

ভারতে সাধারণতঃ সরকারী দলের সদস্যগণের একজন কমিটির সভাপতি হন। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে দীর্ঘদিনের প্রথা অনুযায়ী কমিটির সভাপতির পদটি কোন বিরোধী দলের সদস্যই পূরণ করেন। কখনো কখনো ভারতে বিরোধী দলের একজন সদস্যকে সভাপতি নিয়োগ করার প্রথা চালু হয়েছে।

সরকারী গণিতক কমিটির কাজ হল ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা। এই প্রসঙ্গে কমিটি কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল-প্রদত্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করে স্থির করে যে, পার্লামেন্ট যে উদ্দেশ্যে ব্যয় অনুমোদন করেছে, তা যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। দ্বিতীয়ত, অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয় হয়ে থাকলে সেদিকে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত নিয়মকানুনের সুপারিশ করাও এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সরকারী গণিতক কমিটির অস্তিত্ব এবং এর বিবরণী লোকসভা সদস্যগণকে সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করে দেয়; এর ফলে সরকারকে সংযত হতে হয়। কমিটি সরকারী অর্থ ব্যয় হবার পর বিচার বিবেচনা ও সুপারিশ ক্রমে সক্ষম বলে অনেকে এর মূল্য স্বীকার করেন না। কিন্তু সরকারী প্রশাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের সামনে প্রকাশ করে কমিটি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয়ত, এই কমিটির অস্তিত্ব এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের বিবরণী শাসন কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে দেয় যে, শাসনকার্য সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ও সমালোচনার অধিকার পার্লামেন্টের রয়েছে। শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী গণিতক কমিটি সরকারী কার্যকলাপের ত্রুটি-বিচ্যুতি উদ্‌ঘাটিত করে বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করে।

(৩) কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত পরামর্শ কমিটি (Business Advisory Committee) ঃ লোকসভার কার্যপদ্ধতি নির্ণয় সম্পর্কে পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যেই ১৯৫২ সালে এই কমিটি গঠিত হয়। লোকসভায় স্পীকার এই কমিটির

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

সভাপতি। ১৫ জন সদস্য সমন্বিত এই কমিটি লোকসভার কার্যাবলীর দ্রুত নিষ্পন্ন করবার বিষয়ে সহায়তা করে থাকে। সরকারী বিল সম্পর্কে আলোচনার সময় নির্ধারণ করা এবং কোন্ বিষয়গুলি প্রাধান্য লাভ করবে তা স্থির করা এই কমিটির প্রধান কাজ। কমিটি সাধারণতঃ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কমিটির সুপারিশ লোকসভা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে চলে।

(৪) **বেসরকারী সদস্যের বিল কমিটি** (Committee on Private Member's Bill and Resolutions) ঃ কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ-সম্পর্কিত পরামর্শ কমিটি সরকারী বিল সম্বন্ধে যে ভূমিকা গ্রহণ করে এই কমিটি বেসরকারী বিল সম্বন্ধে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ১৯৫৩ সালে এই কমিটি প্রথম গঠিত হয়। কমিটিতে ১৫ জন সদস্য থাকেন। বেসরকারী সদস্য-কর্তৃক আনীত বিলগুলির উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং লোকসভায় উত্থাপনের পূর্বে বিলের বিচার-বিবেচনা করে বিবরণী দেওয়া কমিটির কাজ।

(৫) **আবেদন সংক্রান্ত কমিটি** (Committee on Petitions) ঃ জনগণ ইচ্ছা করলে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবার প্রয়োজনীয়তা আবেদনের মাধ্যমে জানাতে পারে। ১৯৫৩ সালের সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে আবেদনের অধিকার স্বীকৃত হয়। এই আবেদন বিবেচনার জন্যই ২৫জন সদস্য (লোকসভা থেকে কমপক্ষে ১৫ জন ও রাজ্যসভা থেকে কমপক্ষে ১০ জন) নিয়ে আবেদন সংক্রান্ত কমিটি। কমিটির একজন সদস্য কমিটির সভাপতি হন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিটির নিকট দরখাস্ত করা হয়ে থাকে। কমিটি প্রথম রিপোর্টে যে সকল আবেদন বিচার-বিবেচনা করেছিল তাতে ডাকঘর সংক্রান্ত নিয়ম, কিছু উত্তরাধিকার আইন, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি পরিবর্তনের প্রসঙ্গ ছিল।

(৬) **বিশেষ অধিকার-সম্পর্কিত কমিটি** (Committee on Privileges) ঃ লোকসভার সদস্যদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও বিশেষ মর্যাদা রক্ষার জন্য সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন। অধিকার সম্পর্কিত কমিটি লোকসভার অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-বিবেচনা এবং অধিকার ভঙ্গের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কমিটির ১৫জন সদস্য রয়েছেন। লোকসভার সদস্য নন এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক লোকসভার সদস্যের প্রতি অসম্মান, সমষ্টিগতভাবে লোকসভার প্রতি অসম্মান এবং লোকসভার নির্দেশ অমান্য করা বা কার্যপদ্ধতিতে হস্তপেক্ষ প্রভৃতি কারণে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা যায়। পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভার কোন কার্য-ক্রমের অংশবিশেষ বাতিল করা হলে তা যদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তা হলে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা যায় (শর্মা বনাম, শ্রীকৃষ্ণ ১৯৫৮)। কমিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা অধিকার রক্ষা জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(৭) **অধস্তন পর্যায়ে আইন প্রণয়ন কমিটি** (Committee on Subordinate Legislation) ঃ বর্তমান কালে অর্পিত ক্ষমতাবলে (Delegated Legislation) আইন প্রণয়ন বা অধস্তন পর্যায়ের আইন প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল বিষয়ে পার্লামেন্টের পক্ষে বিস্তৃত আইন-কানুন রচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় পার্লামেন্ট অনেক ক্ষেত্রে আইনের মূল কাঠামোটি নির্ধারিত করে বিস্তৃত নিয়মকানুনের দায়িত্ব শাসন বিভাগের উপর অর্পণ করে। শাসন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত উপ-আইন, নিয়ম-কানুন এবং উপ-নিয়ম প্রভৃতি পরীক্ষা করা এবং সেই সম্পর্কে বিবরণী প্রদানই অধস্তন পর্যায়ের আইন প্রণয়ন কমিটির মূল কাজ। স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন সদস্য এক বছরের জন্য এই কমিটির সদস্য থাকেন।

(৮) **নিয়ম প্রণয়ন কমিটি** (Rules Committee) ঃ এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। পদাধিকারবলে লোকসভার স্পীকার এই কমিটির সভাপতি হন। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি কাজ সম্পাদন করে থাকে। এই কমিটির প্রধান কাজ হল লোকসভার কাজ পরিচালনা ও কার্যক্রম-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা এবং নতুন নিয়মকানুন-সম্পর্কে সুপারিশ করা।

(৯) **সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি** (Committee on Government Assurance) ঃ পার্লামেন্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়ে সরকারী সদস্যগণ অর্থাৎ মন্ত্রিগণ সভার সম্মুখে বিভিন্ন ধরনের কার্যের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে থাকেন। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি কতদূর কার্যকর হয়েছে তা বিবেচনার জন্যই ১৯৫৩ সালে সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কমিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবরণীর

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

মাধ্যমে মন্তব্য করেছে যে সরকারী প্রতিশ্রুতি সাধারণভাবে দুই মাসের মধ্যে কার্যকর হওয়া উচিত। যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না সে ক্ষেত্রে তার যথোপযুক্ত কারণ পার্লামেন্টের সদস্যগণকে জানাতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই কমিটির মূল্য অনেক।

(১০) সভার সদস্যগণের অনুপস্থিতি সম্বন্ধীয় কমিটি (Committee on absence of members from the Sitting of House) ঃ এই কমিটির ১৫ জন সদস্য স্পীকার-কর্তৃক এক বছরের জন্য মনোনীত হয়। সদস্যগণের সভা থেকে অনুপস্থিতির জন্য ছুটি প্রার্থনার বিষয়ে সকল দরখাস্ত এই কমিটি বিবেচনা করে। তাছাড়া কোন সদস্য ৬০ দিন বা তার অধিক দিন বিনা অনুমতিতে সভা থেকে অনুপস্থিত থাকলে এই বিষয়টি বিবেচনা করা এই কমিটির অন্যতম কাজ। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি মার্জনা করা হবে কিনা, অথবা আসনটি শূন্য বলে ঘোষণা করা হবে কিনা তা স্থির করে কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে।

(১১) সরকারী সংস্থা-সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Public Undertakings) ঃ সরকারী সংস্থা সম্পর্কিত কমিটি ১৯৬৪ সালে গঠিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও অর্থনৈতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসাবে কাজ করে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে থাকে না। এই সকল সংস্থার কাজের উপর পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধান সংরক্ষণের জন্যই সরকারী সংস্থা সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে লোকসভা থেকে ১৫ জন এবং রাজ্যসভা থেকে ৭ জন, মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য থাকেন না। সরকারী সংস্থাগুলির কাজের ত্রুটি উল্লেখ করে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে এই কমিটি স্বল্পকালের মধ্যে অপচয় ও অকাম্য ব্যয় রোধে আংশিক সক্ষম হয়েছে। দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, এয়ার ইন্ডিয়া (Air India), শিল্পগত অর্থ কমিশন (Industrial Finance Commission), তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (O. N. G. C.) প্রভৃতি সংস্থাগুলি সরকারী সংস্থার অন্যতম।

উপরি-উক্ত কমিটি ছাড়া রাজ্যসভা ও লোকসভায় অন্যান্য কমিটিগুলি হল কক্ষ কমিটি (House Committee), যুগ্ম কমিটি (Joint Committee), সিলেক্ট কমিটি (Select Committee) প্রভৃতি।

● **মূল্যায়ন ঃ** পরিশেষে কমিটি ব্যবস্থায় বর্তমানে কার্যকর রূপ সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হয় তার উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীঅশোক চন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে, পার্লামেন্টীয় কমিটিগুলি বর্তমানে সরকারী নীতি ও প্রশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ করছে। সত্যকার তথ্যানুসন্ধান অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতীয় পার্লামেন্টের কমিটিগুলি কেবলমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধানের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। বর্তমান অবস্থায় পার্লামেন্টের হাতে সাধারণ নীতি সংক্রান্ত আলোচনায় অধিক সময় দেবার জন্য কমিটির ওপর অধিকার অর্পণের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেছেন।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner